দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 30 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষাবিদরা

শিক্ষাব্যবস্থায় নয়-ছয় মেনে নেওয়া হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তনের ফলে কোমলমতি শিশুরা মৌলবাদী ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠবে। এটি আইয়ুব সরকারের ধ্যান-ধারণা বলে মনে করা হচ্ছে। এতে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তা নিয়ে সারা দেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় এমন নয়-ছয় মেনে নেওয়া হবে না। এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সামাজিক সমাজের আয়োজনে 'সংকটের আবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)' শিরোনামে গতকাল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও এখনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন হয়নি। আইয়ুব খানের আমলে যা ঘটেছিল, এখন তা-ই ঘটছে। সরকার সকল ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। চাইলেই সব ভুল পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু তা না করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো ভিন্নভাবে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় এমন নয়-ছয় মেনে নেওয়া হবে না। এসবের দায়ভার শিক্ষামন্ত্রীকে নিতে হবে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, এবার পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে রাতের অন্ধকারে এক সুনামি হয়ে গেছে। ভুলে ভরা বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়েছে। কেউ এর দায়ভার নিচ্ছে না। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিতরা এ নিয়ে উল্লাস করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, পাঠ্যপুস্তকে কী থাকবে আর দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, সংবিধান অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্তে করার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। বর্তমানে পাঠ্যবই হেফাজতীকরণ হয়ে গেছে। অমুসলিম লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে যারা জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। সাম্প্রদায়িকতায় ভরা পাঠ্যপুস্তক কোনোভাবেই শিশুদের হাতে দেওয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, পাঠ্যপুস্তকের ভুলগুলো দৃঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর পাশাপাশি অতিমাত্রায় পাবলিক পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে।